হিন্দু ভাইবোনদের প্রতি ভালোবাসার পয়গাম

মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক: ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা , ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১
www.jubaer ahmad.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

হিন্দু ভাইবোনদের প্রতি খোলা চিঠি

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী-২০২০ ইং.
❖ মুফতি যুবায়ের আহমদ
প্রকাশক : আলহাজ্ব' ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিক এলাহী
❖ **স্বত্ত্ব :** পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করার শর্তে লেখকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে সকলেই বইটি প্রকাশ ও প্রচার করতে পারবেন
❖ **কম্পোজ :** আরিফুল ইসলাম

প্রাপ্তিস্থান
ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
বাংলাবাজারসহ সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীসমূহ

হাদিয়া : সত্য গ্রহণ ও ভালোবাসা

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আশা করি আল্লাহর দয়ায় ভালই আছেন। আমাকেও আল্লাহ তা'য়ালা খুব ভালো রেখেছেন। অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল আপনাদের প্রতি একটি পত্র লিখবো কিন্তু লেখা হয়নি। আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান মক্কা শরীফে আল্লাহর ঘর কাবা শরীফের সামনে বসে পত্রটি লিখছি। পত্রটিতে রয়েছে প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসার বার্তা। আপনাদের কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে লিখছি।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার! আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসি। কারণ আপনারাও আমার ভাই ও বোন। আমার ভালোবাসার গোলাপকুঁড়িগুলো মনের মাঝে কাঁটার সৃষ্টি করেছে। আর এই কাঁটাগুলো হৃদয় মাঝে জখমের পাশাপাশি অবারিত রক্তধারার আবেশ ঘটিয়েছে। আপনাদের ও আমাদের আদি পিতা হলেন আদম আলাইহিস সল্লাম। আমরা আপনারা এমনকি বিশ্বের সকল জাতির মানুষ তারই সন্তান। আপনার গায়ে যেমন আদম-হাওয়ার রক্ত আছে, আমার গায়েও আছে সেই একই রক্ত। সে হিসেবে আমরা আপনারা রক্তের সম্পর্কের ভাই অথবা বোন। চেয়ে দেখুন, আপনার কপালে লেখা নেই আপনি হিন্দু। আমার কপালেও লেখা নেই আমি মুসলমান। আপনার চামড়া কাটলে যেমন লাল রক্ত বের হবে। আমার চামড়া কাটলেও রক্ত লাল বের হবে। আমার আপনার মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষ কোন পার্থক্য নেই, তেমনি আমাদের মালিকের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। মালিক একজনই; তিনি হলেন আল্লাহ।

তিনি এক, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তিনি আমাদের দেখছেন, তিনি আমাদেররুঅন্তরের খবর জানেন। আমরা যা কিছু করি সবকিছু তিনি জানেন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

তিনি মহান। তিনি আমাদের স্রষ্টা। সকল জিনিসের স্রষ্টা। আসমান জমিন তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই বৃষ্টি দান করেন। সেই পানি দ্বারা জমিন উর্বর হয়। চাঁদ-সূর্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আমাদের খাবারের ব্যবস্থা তিনিই করেন। গাভীর স্তনে তিনিই দুধ দান করেন। তিনিই

গাছের মধ্যে ফল দান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা এসেছি; আবার তার কাছেই ফিরে যাবো।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সেই মহান মালিক আল্লাহকে মানতে হবে। তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা যাবে না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে পূজার উপযুক্ত মনে করা যাবে না। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারোর পূজা করাকে বলা হয় শীরক। শীরক করা বা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানানো আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহর নিকট শীরক হলো সবচাইতে বড় অপরাধ। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে পূজা করে, মৃত্যুর পর কখনো তারা জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে পারবে না।

হে আমার ভাই্ ও বোন ! আমরাও অংশীদারিত্ব পছন্দ করি না। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো ভালো ভাবে বুঝতে পারবেন। মনে করুন আমি সারাদিন কাজ-কাম করে পরিশ্রান্ত হয়ে রাতের বেলায় বাসায় ফিরলাম, এখন আমার স্ত্রী যদি আমাকে বলে, প্রিয় স্বামী! আপনি আমাকে অন্তর থেকে অনেক **ভালোবাসেন**,যত্ন করেন। কিন্তু আজকের রাতটি অন্য এক যুবকের সাথে থাকতে চাই। বলুন এটা কি আমি মেনে নিব? না, কখনো মেনে নিব না। আপনিও কি মেনে নিতে পারবেন? না, কোন বিবেকবান পুরুষ এটা মেনে নেবে না। মোটকথা আমরা নিজেরাই শিরক পছন্দ করি না।

আর একটি উদাহরণ, মনে করুন আমরা কয়েকজন একসাথে দাঁড়ানো, এমন সময় আমার ছেলে যদি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বাবা বলে ডাকে, তাহলে এটা কি আমি পছন্দ করব? আপনি পছন্দ করবেন? না, কেউ পছন্দ করবো না। মেনেও নেবো না। ঠিক সেই মহান মালিক আল্লাহ তাআলাও শিরক পছন্দ করেন না, কখনো করবেন্ও না। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আহারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনিই লালন পালন করেন। এর পরও কি আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করবো?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা ! আমরা অনেকে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করি। আর মনে করি, এই সব দেব দেবীই সেই মালিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। এমন ধারণা ও বিশ্বাস সঠিক নয়। কারণ আমি যদি সারা জীবন আল্লাহকে মালিক হিসেবে পাই, তাহলে আর কি দরকার? শয়তান মূলত চায় না যে আমরা আল্লাহর নিকটতম হয়ে যাই অথবা আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাই। তাই সে আমাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে এমন কাজ করাতে চায় যা আল্লাহর অপছন্দ করেন, যে সকল কাজ করলে আল্লাহ্ কষ্ট পান। তাই আসুন, আমরা শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলেছেন- শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আসুন আমরা এই শয়তান থেকে হুঁশিয়ার থাকি। আর এসব কাজ করার চিন্তা থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আপনাদের অনেক ভালোবাসি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে অনুরোধ করছি। আপনারা এক আল্লাহর পূজা করুন বাকি সবকিছুর পূজা ছেড়ে দিন। আপনারা যদি এই অধমের আবেদন মেনে নিন তাহলে মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী নরকের আগুন থেকে বেঁচে যাবেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের মাঝে আরও একটি বিশাল ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। তা হলো-হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আমরা মুসলমানগণ মনে করি তিনি হলেন আমাদের নবী, আর আপনারা হিন্দু ভাইবোনেরা মনে করেন তিনি হলেন শুধুমাত্র মুসলমানদের নবী। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তিনি শুধু মুসলমানদের নবী নন। তিনি সকল জাতির সকল মানুষের নবী। আপনারা যেহেতু মানুষ, তাই আপনাদেরও নবী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন -

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পারবে।[1]

এখানে আল্লাহ তাআলা আরবি 'নাস' অর্থাৎ 'মানুষ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। বলেননি, 'মুসলমানদের নবী'; বরং বলেছেন 'সকল মানুষের নবী।'

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এবার খুব সংক্ষেপে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার-আপনার সকলের নবীকে। মানুষ যখন আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারো পূজা শুরু করে দেয়, তখন সেই

[1] সূরা বাকারা-২১

মানুষদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আরবের মক্কা নগরীতে আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা পাঠিয়েছেন। তখন আরবের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অর্চনা শুরু করে দিয়েছিল। এমনকি কাবা ঘরেও ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। সে সময় মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি সকল মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করলেন। মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন। তিনি ছিলেন মানুষদের কল্যাণকামী পরম হিতাকাঙ্খী। তিনি চাইতেন সকল মানুষ যেন আল্লাহর পূজা করে। সকল দেব-দেবীর পূজা করা বাদ দিয়ে দেয়। এর ফলে সে সকল পূজারীগণ আল্লাহ্র সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজের নির্ধারিত শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই চিরস্থায়ী জাহান্নাম তথা নরকের আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছে।

অনেকেই আবার উনাকে ভুল বোঝার ফলে উনার বিরোধিতা করেছে। উনার ওপর নির্যাতন করেছে। দেশ ছাড়া করেছে। কিন্তু নবীজী তাদের প্রতি দয়াবান হয়ে তাদেরকে আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। নবীজী কিয়ামত পর্যন্ত সকল উম্মতের জন্য দোআ করেছেন।

হে আমার হিন্দু ভাই ও বোন, আপনিও নবীজীর সম্মানিত উম্মত। আপনার জন্যও তিনি দোআ করেছেন। আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে দিবসের আলোয়-রাতের আঁধারে অগণিত বার চোখের পানি ফেলেছেন। তিনি আমাদেও যেমন নবী, আপনাদেরও নবী। আমাদের জন্য যেমন কল্যাণ চেয়েছেন, আপনাদের জন্যও চেয়েছেন। তাই আমি আপনাদের হাতে পায়ে ধরে বলবো, আপনারা আপনাদের এই সত্য নবীকে মেনে নিন। আর তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। সৃষ্টিকর্তার আদেশে তিনি যেসব বার্তা আমার আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমল করুন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করুন। শান্তি পাবেন অন্তরে, মুক্তি পাবেন নরকের আগুন থেকে। আপনাদের আরও একটি অনুরোধ করবো, একটু সময় করে নবীজীর জীবনী পড়বেন।

হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! কোরআন শরীফ কাদের জন্য পাঠানো হয়েছে তা নিয়ে আমাদের সমাজে আরো একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তা হলো -মুসলমানরা মনে করেন এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের ধর্মীয় কিতাব। শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য এটি প্রেরণ করা হয়েছে। আর আপনারা মনে করেন এটা মুসলমানদের ধর্মীয় কিতাব। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সত্য হলো কোরআন সকল মানুষের মালিকের পক্ষ থেকে, মানুষের প্রতি ঐশী বাণী ও জীবন বিধান। এই কোরআন কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সকল জাতির সকল মানুষের জন্য। আপনি মানুষ। তাই এটি আপনার জন্যও। এই কুরআন জানা আমাদের জন্য যতটুকু জরুরি আপনার জন্য ঠিক সেই পরিমাণই জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

রমযান মাসই হল সে মাস, যে মাসে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।[2]

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এবার আপনাদের সাথে অতি সংক্ষেপে কুরআনের পরিচয় করিয়ে দেই। কোরআন আপনার আমার মহান মালিক আল্লাহর বাণী যা ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহিস সল্লামের মাধ্যমে নবীজীর কাছে অবতীর্ণ করেছেন। নবীজী কুরআন মুখস্ত করেছেন, মানুষের কাছে প্রচার করেছেন ও তার উপর আমল করেছেন। উনার থেকে তার সাহাবীগণ মুখস্ত করেছেন। তাদের অন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। এভাবেই আজ অবধি কোন ধরনের বিকৃতি ছাড়াই আল্লাহ্ তায়ালা হাজারো হাফেজের অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। কোরআনের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন-

এটা সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই।[3]

এই কুরআনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন- *আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।*[4]

---

[2] বাকারা-১৮৫

[3] বাকারা-০২

[4] বাকারা-২৩

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, আপনারা এই কোরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন যা আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন। এটি আপনাদের মালিকের গ্রন্থ ও তাঁর মহামূল্যবান অমিয় বাণী। এই মহাগ্রন্থ পড়ুন এবং তার উপর আমল করুন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই, যে ব্যাপারে আমরা খুবই উদাসীন। তা হলো মৃত্যু। একটা সময় ছিলো, যখন আমরা কেহই এই দুনিয়ায় ছিলাম না। এখন আছি, আবার একটা সময় আসবে যখন আমরা কেহই আর এ দুনিয়ায়

থাকবো না। আমরা যেই বাড়িতে বসবাস করি, যে স্থানে থাকি এই স্থানে এক সময় আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ ছিল, এখন আর কেউ নেই। আমরা যা করছি তা কিছুই থাকবে না, সব কিছু ছেড়ে একদিন চলে যেতেই হবে। যাওয়ার সময় খালি হাতে যেতে হবে। বড় বড় রাজা-বাদশাহদের কেউ আজ পর্যন্ত কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারেনি, আমরাও পারবো না।

এখন প্রশ্ন হলো, কোথায় যাবো আমরা? কোথায় আমাদের আসল গন্তব্য? মৃত্যুর পরের এইমহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা একেবারেই উদাসীন। শয়তান আমাদেরকে জানতে দেয় না, বুঝতেও দেয় না। আমাদের মন ভুলিয়ে রাখে, ডুবিয়ে রাখে দুনিয়ার মোহে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদেরকে আমাদের ভবিষ্যৎ মন্তব্যের কথা বলতে চাই। আপনাদেরকে জানাতে চাই আমাদের সামনের জীবনের বিষয়ে সঠিক ও বিশুদ্ধ তথ্য। এ কথাগুলো আমার নয়। এ সকল নিশ্চিত সত্য সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছেন আমার-আপনার সৃষ্টিকর্তা এই জগত ও পরজগতের মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা।

বাস্তব সত্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এবার আপনাকে বাস্তব ও চিরসত্য একটি বিষয় জানাতে চাই, তা হলো আমাকে আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রকৃত মালিক তাঁর সত্যগ্রন্থ কুরআনে সত্য বাণীসমূহের মাঝে একটি বাণীতে আমাদেরকে বলেছেন-

"প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৫]

এই আয়াতের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে বলা হয়েছে- প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এটা এমন একটি কথা যা সকল ধর্ম, শ্রেণী এবং স্থানের মানুষ বিশ্বাস করে। বরং যারা ধর্ম মানে না, তারাও এই বাস্তব সত্যের সামনে মাথা নত করে। জীবজন্তুও মৃত্যুর বাস্তবতাকে বুঝে। ইঁদুর বিড়ালকে দেখলে পালিয়ে যায়। একটি কুকুর রাস্তায় গাড়ি আসতে দেখলে জীবন বাঁচানোর জন্য রাস্তা থেকে সরে যায়। কারণ তার এতটুকু বুঝ আছে যে, এমনটি যদি না করা হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

মৃত্যুর পর

এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে কুরআনুল কারীমে আরো একটি মহাসত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এটা যদি মানুষ বুঝে তাহলে পৃথিবীর পরিবেশ বদলে যাবে। সেই সত্যটি হলো, তোমাদের মৃত্যুর পর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আর এই দুনিয়াতে যে যেমন কর্ম করেছে, সেই অনুযায়ীই পরকালে সে বিনিময় পাবে। কেউ যাবে জান্নাতে আর কেউ যাবে জাহান্নামে। এবার আপনাদেরকে জান্নাত(সর্গ)ও জাহান্নাম (নরক) সম্পর্কে কুরআনের কিছু বাণী শোনাতে চাই।

জান্নাত (সর্গ)

কুরআন ঐসব মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসাবে বিশ্বাস করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে মানে এবং ইসলামকে নিজের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। তাদের জন্য কুরআন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে। কী সুসংবাদ দিয়েছে এ বিষয়ে কুরআনের কিছু আয়াত ও নবীজীর বাণী আপনাদের সামনে পেশ করছি।

জান্নাত অর্জনের উৎসাহ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেন;

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।

[৫] সূরা:আনকাবুত, ২৯:৫৭

তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পারঃ কেউ জানে না, তাদের জন্য তাদের চোখ শীতলকারী কী জিনিস লুকানো আছে।[৬]

বিশ্বাসীদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা:

আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বসী নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহর (ঝর্ণা) তারা সে গুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হল মহান কৃতকার্যতা।[৭]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত। তারা সেখানে থুথুও ফেলবে না, তাদের নাকের ময়লাও ঝাড়তে হবে না এবং পেশাব পায়খানাও করতে হবে না। তাদের থালা-বাসন হবে সোনার। আর চিরুনীগুলোও হবে সোনা ও রূপার। আগর কাঠের তারা ধূপ নিবেন। তাদের ঘামও হবে মিশকের মত। তাদের প্রত্যেকেরই দু'জন করে স্ত্রী হবে। সৌন্দর্যের কারণে গোশতের ভেতর থেকেও তাদের পায়ের নলার হাড্ডির মগজ পরিদৃষ্টি হবে। সেখানে তাদের পরস্পর কোন মতবিরোধ ও হিংসা থাকবে না। সকলের হৃদয় হবে যেন একজনেরই হৃদয়। সকাল-বিকাল আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে তারা।[৮]

জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে:

যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।[৯]

জান্নাতের তাবু

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মণি-মুক্তা দিয়ে নির্মিত একটি তাঁবুর প্রস্থ ষাট মাইল। এর প্রতিটি কোণে এক একজন করে

[৬] বুখারী-৩২৪৪
[৭] তাওবা ৭২
[৮] **বুখারি- ৩২৪৫-৩২৪৬**
[৯] যুমার-৭৩

হুর থাকবে। অন্যরা তাকে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ তাদের (নিজ নিজ হুরের) নিকট যাতায়াত করবে।[১০]

জান্নাতের গাছঃ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি প্রকান্ড গাছ আছে। এর ছায়া যে কোন আরোহী শত বছর ধরে অতিক্রম করতে থাকবে, কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা চাইলে এ আয়াত পড়তে পারো (অর্থ "সম্প্রসারিত ছায়া")[১১]

তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।[১২]

ও প্রচুর ফল-মূলে, যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়।[১৩]

আর হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।[১৪]

এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না।[১৫]

জান্নাতের নদী

বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো? যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত-তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর

[১০] মুসলিম ২৮৩৮
[১১] সূরা ওয়াকিয়াঃ ৩০, বুখারী ৪৮৮১
[১২] দাহার- ১৪
[১৩] ওয়াকেয়া ৩২-৩৩
[১৪] বাকারা ২৫
[১৫] সা'দ ৫৪

রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।[১৬]

পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে?[১৭]

জান্নাতের পানপাত্রঃ

তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।[১৮]

জান্নাতীদের পোশাক

নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে- উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে।[১৯]

তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।[২০]

জান্নাতের খাদেম

সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে।[২১]

জান্নাতী নারী

আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী, সমবয়স্কা। ডান দিকের লোকদের জন্যে।[২২]

[১৬] আল ইমরান ১৫
[১৭] মুহাম্মাদ ১৫
[১৮] যুখরুফ ৭১
[১৯] দুখান ৫১-৫৩
[২০] রাহমান ৫৪
[২১] তুর-২৪
[২২] ওয়াকেয়া ৩৫-৩৮

আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্য আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করব ঘন ছায়া নীড়ে।[২৩] সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী।[২৪]

তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগন, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি। সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। [২৫]

তোমরা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আজ্ঞাবহ ছিলে। জান্নাতের প্রবেশ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে।[২৬]

জান্নাতীদের আশা

অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল। সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে দেখতে চাও? অতপর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। নিশ্চয় এই মহা সাফল্য। এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।[২৭]

তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের

[২৩] নিসা ৫৭
[২৪] নাবা ৩৩
[২৫] আর-রাহমান ৫৬ ও ৭০
[২৬] যুখরুফ ৬৯-৭০
[২৭] সাফফাত ৫০-৬১

রাসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে, এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।[২৮]

জাহান্নামী বা নরকবাসী

কুরআন ঐ সমস্ত মানুষকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দিয়েছে যারা কুরাআনকে মানে না। যারা ইসলামকে মানে না। দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হলো যদি কেউ রাষ্ট্রকে না মানে তাহলে তাকে ফাসিঁ দেওয়া হয়। ঠিক কেউ আল্লাহকে না মানে তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলতে হবে। অনুরূপভাবে ইসলামকে না মানলেও তাকে জ্বলতে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামে (নরকে)।

এখানে সেই জাহান্নম (নরক) সম্পর্কিত কিছু আয়াত ও নবীজীর কয়েকটি বাণী আপনাদের সামনে পেশ করছি।

জাহান্নাম

আল্লাহ তাআলার ইনসাফপূর্ন সিফাতের চাহিদা এটাই, তিনি হেদায়াত এবং ভ্রষ্টতার উভয় পথ চিহ্নিত করে রেখেছেন। দুই পথ সম্পর্কে মানুষকে সতর্কও করেছেন। যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ বেছে নিবে তার জন্য রয়েছে ক্ষমা-রহমত আর আরামদায়ক জান্নাত। আর যে ব্যক্তি গুমরাহীর পথ বেছে নিবে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ এবং চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহর নিকট জান্নাত ও জাহান্নামবাসী সমান নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম।[২৯]

জাহান্নাম হতে মুক্তির উপায়

অমুসলিম ভাইয়েরা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলবে। কারণ জাহান্নাম হতে বাঁচার প্রথম শর্তই হলো ঈমান ও ভালো কাজ।

তাই ঈমান ওয়ালারা যখন জাহান্নাম থেতে বাচতে চায় তখন ঈমানের উসিলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।[৩০]

[২৮] আরাফ ৪৩
[২৯] হাসর ২০
[৩০] আল ইমরান ১৬

কুরআন ও নবীজীর বাণীতে জাহান্নাম হতে বাঁচার যেসব উপায় বর্ণণা করা হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নরুপ।

অন্তর থেকে ঈমানের সাক্ষ্য:

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এটা মন থেকে বিশ্বাস করা এবং অন্তর থেকে গ্রহণ করা হলো ঈমানের আলামত। এটাই হলো আল্লাহর রশ্মি। যা শক্ত করে ধরে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই হলো ইসলামের প্রথম শর্ত। এই বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতিত কেউ মুসলমান হতে পারবেনা। এই সাক্ষ্যদান জাহান্নাম হতে বাঁচার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো, আল্লাহ ব্যতিত কোনো উপাস্য নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাআলা তার উপর জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।[৩১]

জাহান্নামের দারোগা

জাহান্নামের দারোগা কঠোর মেজাজী। দয়া নামের কোনো জিনিস তার কোনো দিন দেখা বা উদ্রেগ হয়নি। তাদের দায়িত্ব হলো জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা। জাহান্নাম বাসীদের ধমকানো। তখন তারা জাহান্নামীদের যেভাবে রিসিপশান করবে, আল্লাহ বলেন-

কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছাবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গাম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে।[৩২]

জাহান্নামের ইন্ধন:

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে

[৩১] মুসলিম হা.২৯

[৩২] যুমার ৭১

জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।[৩৩]

একটি প্রশ্ন: মূর্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে কেনো? কারণ তারাতো জড় পদার্থ, তাদেরতো কোনো আকলও নেই, কোনো পাপও নেই।

উত্তর: ইবাদাতকারীদেরকে দেখানোর জন্য, তোমরা যাদের পূজা করেছো, তারাও আজ আগুনে। তারা তোমাদের উপকার করেনি, ক্ষতিও করতে পারেনি।

জাহান্নামের কাফের মুসলমান হতে চাইবে:

জাহান্নামের কাফেররাও এক সময় মুসলমান হতে চাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিছু ঈমান ওয়ালার শাস্তি যখন পুরো হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের কে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন। আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, মুশরিকীনরা বলবে, তোমরা তো নিজেদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ ওয়ালা মনে করতে না? তাহলে আজ তোমরা আমাদের সাথে কেন? আল্লাহ তাআলা যখন তাদের এই আওয়াজ শুনবেন, তখন ইমানওয়ালাদের ব্যাপারে শাফাআতের অনুমতি দিবেন। তখন ফেরেশতা নবীগণ তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন। এভাবে তারা আল্লার নির্দেশে জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে যাবেন। সে সময় মুশরিকরা বলবে হায়! আমরাও যদি তাদের মতো হতাম!! তাহলে আমাদেরকেও সুপারিশ করা হতো এবং আমরাও জাহান্নাম হতে মুক্তি পেতাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

কোন সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত।[৩৪]

জাহান্নামীদের পানীয়

জাহান্নামীদেরকে পান করার জন্য কয়েকটি জিনিস দেওয়া হবে।

১/গরম পানি। আল্লাহ তাআলা বলেন-যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৩৫]

[৩৩] আম্বিয়া ৯৮-১০০

[৩৪] হিজর ২

[৩৫] মুহাম্মাদ ১৫

২/ দুর্গন্ধ পানি । আল্লাহ তাআলা বলেন- তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পূঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে।[৩৬]

৩/ সাদীদ (পূজ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

এটাতো শুনলে, এখন দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস স্থল। এটা উত্তপ্ত পানি ও পূঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে।[৩৭]

জাহান্নামীদের খাদ্য

জাহান্নামীদেরকে খাওয়ানো হবে কাটা যুক্ত ও বিভিন্ন ধরনের খাবার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।[৩৮]

নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড। গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৩৯]

নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে;গলিত তার্মেরমত পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন ফুটে পানি। একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও,স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে।[৪০]

জাহান্নামীদের পোষাক

জাহান্নামীদেরকে এমন পোশাক পরানো হবে, যার উপরে ও নিচে আগুন থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে।[৪১]

---

[৩৬] ইবরাহীম ১৬-১৭
[৩৭] সাওয়াদ ৫৫-৫৮
[৩৮] গাশিয়া ৬-৭
[৩৯] মুজাম্মেল- ১২-১৩
[৪০] দুখান ৪৩-৫০
[৪১] হাজ্ব ১৯

জাহান্নামীদের শাস্তির বিভিন্ন ধরন

কুরআনের কারীমে জাহান্নামীদের শাস্তির বিভিন্ন ধরন বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন-

এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।[৪২]

নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। যেদিন তাদেরকে মুখ হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবেঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।[৪৩]

আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।[৪৪]

তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলা বদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।[৪৫]

বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।[৪৬]

সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে

---

[৪২] নিসা ৫৬
[৪৩] কামার ৪৭-৪৮
[৪৪] মুমিনূন ১০৪
[৪৫] ইবরাহীম ৫০
[৪৬] কাহাফ ২৯

সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।[৪৭]

তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।[৪৮]

তারা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দূর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব।[৪৯]

অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডাক না অনেক মৃত্যুকে ডাক।[৫০]

জাহান্নামীদের মাঝে ঝগড়া

জাহান্নামে-জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া করবে। বিশেষ করে দুনিয়াতে যারা পরস্পর বন্ধু ছিলো, তারা একজন অপরজনকে অপরাধী করবে। সেই অপরাধের কারণে তাকে জাহান্নামে জ্বলতে হচ্ছে, তাই একে অপরকে অভিশম্পাত করবে, আল্লাহ তাআলা বলেন-

সবাই আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম-অতএব, তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমাদের ধৈর্য্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি-সবই আমাদের জন্যে সমান আমাদের রেহাই নেই।[৫১]

[৪৭] ফাতির ৩৭
[৪৮] মূলক ১০-১১
[৪৯] মু'মিনুন ১০৬-১০৭
[৫০] ফুরকান ১২-১৪
[৫১] ইব্রাহিম ২১

যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমন্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।[৫২]

চিরস্থায়ী জাহান্নামী

অমুসলিমরা চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।[৫৩]

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে ঝগড়া

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি? অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবেঃ হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর।[৫৪]

এরা কি তারাই; যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। দোযখীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন, তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা

[৫২] আহযাব ৬৬-৬৭
[৫৩] সূরা ফাতির ৩৬
[৫৪] সূরা আরাফ ৪৪.

এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।[৫৫]

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! একটু ভাবুন। আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিন, জান্নাতে যাবেন নাকি চিরকালের জন্য নরকের আগুনে জ্বলবেন? আমার দায়িত্ব ছিল আপনার কাছে এই সত্য বার্তাটি পৌঁছিয়ে দেয়া। আমি আমার দায়িত্ব আদায় করলাম। আপনি নরকের আগুনে কষ্টভোগ করুন তা আমি চাই না। আপনার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকার কারণেই আমি আপনাকে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি।

হে আমার ভাই ও বোন! পরকালকে বিশ্বাস করুন, ইসলাম গ্রহণ করুন। আমরা জানতে পারলাম মৃত্যু ও পরকালের অবস্থা সম্পর্কে। অথচ এর পরেও কি আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবো না?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাকে একটি বার্তা শোনাতে চাই। শুনবেন না? আপনি কি জানেন, পরকালের মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী মুক্তির পথ কি? শান্তির পথ কোনটি? সেই পথটি হল ইসলাম। অর্থাৎ আপনি যদি মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতেই হবে। মুসলমান হতেই হবে। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

ইসলাম নিয়ে একটি ভুল ধারণা হলো, আপনারা মনে করেন ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম। আর আমরাও মনে করি ইসলাম আমাদের ধর্ম। এটা ভুল ধারণা। ইসলাম শুধু মুসলমানদে ধর্ম নয়, ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম। যে ব্যক্তি নিজেকে মানুষ বলে দাবি করে, তার প্রকৃত ধর্ম হবে ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।[৫৬]

অন্য আয়াতে বলেন-

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত।[৫৭]

---

[৫৫] সূরা আরাফ ৪৯-৫১

[56] আল-ইমরান-১৯

[57] আল ইমরান-৮৫

অতএব, আপনি যা ধর্ম হিসেবে পালন করেছেন, তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পরকালে আপনি আছেন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে। আর একটা বিষয় হল, ইসলাম এসেছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা আসে, তা সবার জন্য সমান হয়। যেমন সূর্যের তাপমাত্রা সবার জন্য সমান। বৃষ্টি সবার জন্য সমান আল্লাহ্ তা'আলা সবার জন্য সমান। এমন ইসলাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। তাই ইসলামও সবার জন্য সমান।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমি আপনাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিচ্ছি। আপনারা মুসলমান হয়ে যান, নিশ্চিত সফল হবেন। এবার আপনি বলতে পারেন আপনি আমাকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলছেন, আমি আপনাকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলছি না। প্রকৃত ধর্মে ফিরে আসার আকুল মিনতি নিয়ে আপনাকে সত্যেও দাওয়াত দিচ্ছি।

আপনি বলতে পারেন- কথা তো ঠিক, কিন্তু বাপ-দাদা করে আসছে, সেটা কীভাবে ত্যাগ করি? আসলে দেখুন ভাই! এমন অনেক বিষয় আছে যা আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গ টেনে আনি না। যেমন ধন-সম্পদ বা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ না করে আমাদের জীবনের ভবিষ্যত আমরাই নির্ধারণ করি। কিন্তু ভাই যে সম্পদ আমাকে মৃতুর পরের অনন্তকালের নরকের আগুন থেকে বাঁচাবে সেই মহামূল্যবান সম্পদ তথা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন তাদের প্রসঙ্গ টেনে আনছি?

এবার হয়তো বলতে পারেন- সব ঠিক আছে। তারপরও সমাজ বলে একটা কথা আছে। আমরা যে সমাজে আছি তা কীভাবে ত্যাগ করি? কোন মানুষই তার সমাজের কারণে নিজের জীবনকে ধ্বংস করতে পারে না। তাছাড়া ভাই আপনি যদি ইসলামেরসত্যটা বুঝতেই পারেন, তাহলে আপনার দ্বারাই একটি সুন্দর সমাজ তৈরী হবে, একটি জাতি তৈরী হবে। সমাজ তো মানুষই তৈরী করে থাকে।

আপনি বলতে পারেন ইসলাম গ্রহণ করলে বাবা-মা বা আত্মীয় স্বজনদের হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। এটা কীভাবে সম্ভব? বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে তারা তো অনেক দু:খ পাবে।

আসলে ভাই! ইসলাম কখনো বাবা-মা বা আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করার অনুমোদন করে না। ইসলাম শিক্ষা দেয় বাবা-মা কাফের হলেও আজীবন তাদেরকে বাবা-মা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর আমরা যেই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, আমাদের বাবা-মাগণও সেই একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি।

আমাদের বাবা-মা কেও যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির সেবা আমাদেরকে চুড়ান্ত সফলতা দিতে পারে না।

আপনি বলতে পারেন, "আমি বুঝেছি ইসলাম সত্য। এখন মুসলমান হতে চাই।"কীভাবে হবো?

আলহামদুলিল্লাহ্! ইসলাম গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ। অন্তর থেকে আপনি বিশ্বাস করুন, আল্লাহ্ই একমাত্র পূজা বা উপাসনা পাওয়ার যোগ্য; তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা এবং প্রেরিত দূত বা নবী। নিম্নে লিখিত বাক্যটি মুখে উচ্চারণ করতে পারেন-

"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।"

আপনি বলতে পারেন ইসলাম গ্রহণ করলে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আসতে পারে। এই অবস্থায় আমি কী করতে পারি?

অন্তরের অবস্থা বা বিশ্বাসের এই কথা তো আপনি এবং আপনার স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত; ইনশা আল্লাহ্ ধৈর্য্যের সাথে আপনার স্রষ্টার প্রতি আস্থা রাখুন। তিনি আপনাকে সম্মানিত করবেনই। আপনার জন্য এমন সুন্দর রাস্তা বের করে দিবেন যা আপনি কল্পনাও করতে পারেন নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো; এই দুনিয়া তো চিরকালের নয়; যে চিরকালের শান্তির জন্য আপনি মুসলিম হচ্ছেন তার সামনে তো তা মাছির ডানারও মূল্য রাখে না।

আপনি বলতে পারেন, আপনি আমাদের দুশমন শুরু, আমাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে বলেন, আমি বলবো ভাই! আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্রকৃতপক্ষে আমি আপনাদের প্রকৃত বন্ধু। আপনাকে এক মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য পথ দেখাচ্ছি মাত্র। কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানি! আপনারা যদি ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরণ করেন তাহলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবেন। আমি আপনার ভাই হয়ে চাই না যে, আপনি জাহান্নামের আগুনে জ্বলুন। আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না, আপনাদের জন্য আমার হৃদয় কতটা ব্যাথিত। আমার অন্তর কতটা অস্থির! আমি যদি আপনাদের ভালো নাই বাসতাম, আপনাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম না।

হে আমার পরম প্রিয় ভাই ও বোন! দোয়া ছাড়া এখন আমি আর কিই বা করতে পারি! কাবা শরীফের সামনে বসে এই পত্রটি লিখছি আর আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছি-আল্লাহ যেন আপনাকে সত্য বোঝার তৌফিক দান করেন। ইসলামকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করতে আপনার অন্তরকে

যেন কবুল করেন। আল্লাহ যেন চিরস্থায়ী আগুন থেকে আমার পরম প্রিয় ভাই ও বোনকে চিরমুক্তি দান করেন।

হে আমার পরম প্রিয় ভাই ও বোন! অনুগ্রহ করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের দুশমন নই, বরং প্রকৃত বন্ধু। আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তাহলে আমার কোন জাগতিক লাভ নেই। আপনি তো আমাকে একটি টাকাও দিবেন না। আমার লাভ হল, আপনি আগুন থেকে বেঁচে যাবেন। আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে।

হে আমার পরম প্রিয় ভাই ও বোন! আমাকে ক্ষমা করবেন, এই সত্য বার্তাটি আপনাদের কাছে পৌঁছাতে অনেক দেরি করে ফেলেছি। আরো আগেই পৌঁছানো উচিত ছিল। আমি আপনাদেরকে জোর জবরদস্তি করছি না। আমি শুধু সত্যেও ডাকপিয়ন তথা বার্তাবাহক হয়ে সত্যকে আপনার কাছে পৌঁছে দিলাম। গ্রহণ করা আর না করা দায়িত্ব আপনার। নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা আপনাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সত্যকে খুঁজুন, সত্যকে উপলব্ধি করুন, সত্যকে যাচাই-বাছাই করুন।

আবারো ক্ষমা চাচ্ছি ভাই। আমার কথায় যদি কোন ভাই অথবা বোন কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার এই প্রিয় ভাইটিকে ক্ষমা করে দিবেন। আপনার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। আল্লাহর কাছে আপনার হেদায়াত কামনা করছি। পরকালের যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি থেকে আমার-আপনার মুক্তি কামনা করে আজকের মতো এখানেই ইতি টানলাম।

বিনীত নিবেদক
আপনার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী
যুবায়ের আহমদ
স্থান: মক্কাতুল মোকাররমা
২৭ রমজান ১৪৪০ হিজরী